বিষয়: ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ

বিষয় পর্যালোচনা :

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ালটার স্কটের মৃত্যু পর্যন্ত মোট ৩৪ বছরকে ইংরেজি সাহিত্যের The Romantic Period (রোমান্টিক যুগ) বলা হয়। এই রোমান্টিক যুগ ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষণস্থায়ী কিন্তু বৈচিত্র্যময় যুগ। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ভাবে রোমান্টিক লিটারেচার এর ধারণা নিয়ে এসেছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও তার বন্ধু কোলরিজ ১৭৯৮ সালে তাঁদের লেখা 'লিরিক্যাল ব্যালাডস' নামে একটি কবিতার বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিসিজম চূড়ান্তভাবে প্রবেশ করে। তবে উইলিয়াম ব্লেইককে ইংরেজি সাহিত্যের পূর্বসূরী বলা হয়ে থাকে।

মোটামুটিভাবে রোমান্টিক কাব্যধারা যে যে বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল তা হল-

(১) প্রকৃতিপ্রীতি ,(২) মানবপ্রীতি , (৩) বিদ্রোহী মনোভাব, (৪) সৌন্দর্যপ্রীতি , (৫) আধ্যাত্মিকতা , (৬) অতীতচারিতা , (৭) আদর্শবাদী কল্পনাবিলাস , (৮) অতিপ্রাকৃতের প্রতি আকর্ষণ , (৯) বিষন্নতা বা বিষাদ , (১০) আত্মলীন অবস্থা বা আত্মময়তা এবং (১১) বিস্ময়বোধ। তবে রোমান্টিক ভাবধারার সকল বৈশিষ্ট্যই সকল কবিতার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নাও হতে পারে।

জলকে বাদ দিয়ে বাষ্পের চিন্তার মতোই প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কবিতার কথা চিন্তা করা যায় না। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এই প্রকৃতির সান্নিধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিসত্তা বিকশিত হয়ে পূর্ণতা পেয়েছিল। 'লিরিক্যাল ব্যালাডস', 'লুসি পোয়েম' এবং আরো অনেক কবিতা প্রকৃতিপ্রেমিক ওয়ার্ডসওয়ার্থকে চিনিয়ে দেয়। প্রকৃতির মধ্যে তিনি একে একে আবিষ্কার করেছিলেন সখা-শিক্ষক-ঈশ্বরের সত্তাকে। তাই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছেদ্য। কোলরিজ এর জগৎ অতিপ্রাকৃত পরিবেশ। অতিপ্রাকৃতের মধ্যেও প্রকৃতি আছে, তবে তা চাক্ষুষ দর্শনযোগ্য নয়। অবিশ্বাস্য ঘটনাবলীর সার্থক বর্ণনায় অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রতীকে রূপায়িত। তাঁর 'অ্যানসিয়েন্ট মেরিনার' অলৌকিকতা মূলক রোমান্টিক কবিতা। তিনি বিশ্বাস করেন 'willing suspension of disbelief' এ । স্বেচ্ছায় অবিশ্বাসকে সাময়িকভাবে মুলতুবি রেখে কল্পনার জগতে মানবসত্যকে উদঘাটিত করায় তাঁর উদ্দেশ্য। শেলীর কবিতা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তা নির্ভর হওয়ার জন্য প্রকৃতি বিষয় না হয়ে, হয়ে উঠেছে মাধ্যম। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ চিরন্তনী।তাঁর এমন কোন কবিতা নেই, যেখানে প্রকৃতি অনুপস্থিত। এলাস্টর (Alastor, 1816) এ প্রকৃতিরপ্রশস্তি তে তিনি অনেকটা ওয়ার্ডসওয়ার্থের সহযোগী। মানবীয় স্পর্শহীন প্রাকৃতিক নির্জনতাই মহৎ হৃদয় মানুষেরও ক্ষয় অনিবার্য, অথচ মানুষের স্পর্শে সাধারণ মানুষও রক্ষা পায়। তাঁর 'The Revolt of Islam' এবং 'Prometheus Unbound' অসাধারণ রচনা। এই যুগের আরেক বিখ্যাত কবি বায়রন। তিনিও রোম্যানটিক কবি হিসেবে একজন বড় মাপের কবি। কিটস প্রকৃতিপ্রেমিক , সুন্দরের পূজারী। প্রকৃতি তাঁর কাছে সৌন্দর্যের প্রকাশভূমি ও লীলাক্ষেত্র। এই সৌন্দর্যকে তিনি দেখেছেন , অনুভব করেছেন এবং কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সৌন্দর্যানুভূতি কিটসের স্বধর্ম। সেই ধর্মসাধনার পরিপূর্ণ প্রমাণ তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর খন্ড কবিতায় , তার সনেটে , আর সর্বোপরি তাঁর 'ওডস'এ । 'ওড টু এ নাইটিঙ্গেল'(Ode to a Nightingale), 'ওড অন এ গ্রিসিয়ান আর্ন'(Ode on a Grecian Urn) 'টু সাইকি'(To Psyche), 'ওড টু ওটাম' (Ode to Autumn), ইত্যাদিতে একদিকে যেমন রোমান্টিকতার রহস্যলোকের প্রকাশ সম্পূর্ণ , অন্যদিকে তেমনি গ্রীক সাধনাসুলভ সংহত রূপায়নে সার্থক। ইন্দ্রিয়ানুভূতিগত রূপসাধনাকে কিটস এইসব 'ওডস'এ সম্পূর্ণ আপনার করে দেখেছেন। বিশুদ্ধ রোমান্টিক রসের বিষাদময় নৈরাশ্যের ও শূন্যময় রহস্যের এমন বাণী আর ইংরেজি সাহিত্যেও নেই।

বিষয় ফলশ্রুতি :

শিক্ষার্থীরা ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের কথা জানার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের তুলনামূলক একটা জ্ঞান অর্জন করতে শিখেছে।